সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৩
WEEKLY BOOKLET:463

ফয়যানে মুফতিয়ে আযম হিন্দ

জন্মগত ওলী ০৫ প্রথম ফতোয়া ০৮
বয়ান বন্ধ করে তাওবা করালেন ২০ তথ্যমূলক ফতোওয়া ২৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে মুফতিয়ে আযম হিন্দ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি "ফয়যানে মুফতিয়ে আযম হিন্দ" পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে আউলিয়ায়ে কেরামের সত্যিকার ভালোবাসা দিয়ে, তাঁদের পথ অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করো, এবং তার উপর সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও।
اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, জুমার রাত এবং জুমার দিন আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়। (মু'জামু আউসাত, ১/৮৪, হাদিস: ২৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরুদে পাকের ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর চিন্তাধারা

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন, এটা প্রমাণিত ও স্পষ্ট যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে দরুদ ও সালাম এবং উম্মতের আমল বারংবার পেশ করা হয় এবং হাদিসের সন্নিবেশ ও সুবিন্যাশ হিসেবে ধারাবাহিকভাবে আমার সামনে এটি প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রত্যেক দরূদ শরীফ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

দরবারে দশবার পেশ করা হয়। আর অন্যান্য আমল পাঁচবার পেশ করা হয়। দরবারে নবুয়তে দরুদ পেশ হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম বা পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো: (১) اَظْهَرِ تُرْبَتِ (অর্থাৎ নুরানী কবরে)-এর নিকট একজন ফেরেশতা পৌঁছিয়ে দেয়। (২) সেই ফেরেশতা পেশ করে যে দরুদ পাঠকারীর সাথে নিয়োজিত এবং নিযুক্ত থাকে। (৩) ভ্রমণ ও পর্যটনকারী ফেরেশতারা পৌঁছে দিয়ে থাকে। (৪) হেফাযতকারী ফেরেশতারা দিনের সমস্ত আমলের সাথে দরুদে পাক সন্ধ্যায় পৌঁছে দেয়। (৫) এবং রাতের আমলের সাথে সকাল বেলায় পেশ করে। (৬) পুরো সপ্তাহের আমলের সাথে দরুদ শরীফ জুমার দিনে পেশ করা হয়। (সারা জীবনের সমস্ত দরূদ) কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে। (৭) (কিছু সময় এমনও রয়েছে যখন সরাসরি পেশ করা হয়েছে, সেই স্থানগুলো হলো:) মেরাজের রাতে আমল পেশ করা হয়েছিল। (৮) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযে কুসূফ (অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের নামায)-এ দেখেছিলেন। (৯) আল্লাহ পাক যখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই কাঁধের মাঝে কুদরতি হাত রাখলেন, তখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রতিটি জিনিস স্পষ্ট (অর্থাৎ প্রকাশ) হয়ে গিয়েছিল। (১০) কুরআনুল কারীম নাযিল হওয়ার সময় সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান ও রহস্য জানা হয়। **(আল আমবাউল হাই, পৃ: ২৮৭)**

اللہ اللہ تبحر علمی اَب بھی باقی ہے خدمتِ قلمی

اہلِ سنّت کا ہے جو سرمایہ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی

আল্লাহ! আল্লাহ! তাবাহুরে ইলমী আব ভী বাকী হে খিদমতে কলমী

আহলে সুন্নাত কা হে জো সারমায়া ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কারো মন যেন না ভাঙ্গে (ঘটনা)

একবারের কথা, ভারতের একজন অনেক বড় আলিম এবং মুফতিয়ে ইসলাম, যিনি তাঁর সময়ের অনেক বড় ইমাম হিসেবে গণ্য হতেন, রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য রিকশায় উঠলেন। এমন সময় একজন চিন্তিত লোক দৌড়ে তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে আরজ করতে লাগলো: হুযুর! আমি অমুক বিপদে পড়েছি, দয়া করে একটি তাবিয দিন। তাঁর সাথে থাকা এক ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হয়ে ওই লোকটিকে বললো: ট্রেনের সময় হয়ে গেছে আর তুমি এখন তাবিয নিতে এসেছ! ট্রেন ছেড়ে দেবে! অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় এবং দয়ার সমুদ্র অন্তর নিয়ে সেই আলিম সাহেব ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন: ট্রেন ছেড়ে দিতে দাও! অন্য ট্রেনে যাব। কাল কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমার অমুক বান্দার বিপদে কেন সাহায্য করোনি? তখন আমি কী জবাব দেব? এই কথা বলেই তিনি রিকশা থেকে নিজের সব মালামাল নামিয়ে নিলেন এবং ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে (অর্থাৎ তাবিয লিখতে) মগ্ন হয়ে গেলেন।

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা কি জানেন সেই আলিমে দ্বীন ও ইসলামের মুফতি কে ছিলেন? তিনি হলেন ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদা, হুজুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি তাঁর সম্মানিত পিতার মতোই ইলম, তাকওয়া এবং মানব সেবায় অনন্য ছিলেন।

আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সেবা করার ক্ষেত্রে তাঁর আরও একটি ঘটনা পড়ুন। হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩ এপ্রিল ১৯৭৪ সাল,

www.dawateislami.net

বুধবার,"জাকির নগর জামশেদপুর"-এ কারও ঘরে অবস্থান করছিলেন। রাতের জলসার কারণে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফজরের আগে খুব কম সময় বিশ্রাম করার সুযোগ পেলেন, তাই ফজরের নামায ও ওযিফা শেষ করে চোখে সুরমা লাগিয়ে ঘুমানোর ইচ্ছা করলেন। এমন সময় সেখানে লোকেদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলো তাদেরকে একজন ভদ্র লোক সরিয়ে দিতে লাগলো। হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে বললেন: এই লোকদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করুন, হয়তো তাদের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে। অর্থাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াটা যেন অপছন্দ করেছেন এবং তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সব সময় এই নিয়ম ছিল যে, সমস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার পর বিশ্রাম নিতেন। হ্যাঁ, মানুষ যদি নিজে থেকেই বিবেচনা করে উঠে চলে যায়, তবে সেটা আলাদা কথা। তিনি **"সরুন" "হযরতকে বিশ্রাম নিতে দিন, আপনারা যান হযরত ঘুমাবেন, আপনারা তাঁকে বিশ্রাম নিতে দিন"** এই ধরণের কথায় অসন্তুষ্ট হতেন কারণ হয়তো কারও মনে কষ্ট লাগবে বা কারও কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ হওয়া বাকি থেকে যাবে।

(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৯০৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুসলমান ভাইকে সাহায্য করার ফযিলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুনিয়াবী কষ্ট দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার আখিরাতের কষ্ট দূর করে দেবেন। আল্লাহ পাক ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা নিজের ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

(মুসলিম শরীফ, পৃ: ১১১০, হাদিস: ৬৮৫৩ সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

مفتیِ اعظم سے ہم کو پیار ہے اِن شاءَ اللہ اپنا بیڑا پار ہے

মুফতিয়ে আযম সে হাম কো পিয়ার হে - ইনশাআল্লাহ! আপনা বেড়া পার হে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জন্মগত ওলী

যখন ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে তাঁর ছোট সাহেবজাদা মুফতিয়ে আযম হিন্দ মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম ২২ যিলহজ্ব শরীফ ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ৭ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার দিন সুবহে সাদিকের সময় বেরেলী শরীফে (ইউপি, ভারত) হয়েছিল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুর্শিদের দরবার মারহেরা শরীফে অবস্থান করছিলেন। হযরত সৈয়দ শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসা অবস্থায় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর নবাগত সন্তান এবং ভবিষ্যতের মুফতিয়ে আযমের জন্য নিজের জুব্বা ও পাগড়ি মুবারক অর্পণ করে ইরশাদ করেছিলেন,আমার এই আমানত আপনার কাছে রইল, যখন এই শিশু এর যোগ্য হবে তখন তাকে দিয়ে দিবেন। তারপর হযরত আবুল হোসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে তাঁর পুত্র সন্তান জন্মের মুবারকবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, "আপনি বেরেলী শরীফ চলে যান।

(মুফতিয়ে আযম হিন্দ অউর উন কে খোলাফা, পৃ: ২০, ২১, ২২, ২৩)

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্মের পূর্বে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই দোয়া করেছিলেন: **"হে মালিকে বে-নিয়ায, হে রব্বে কারীম! আমাকে এমন সন্তান দান করুন যে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনার দ্বীন এবং**

www.dawateislami.net

আপনার বান্দাদের সেবা করবে।” আল্লাহ পাক মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হকে এই দোয়া কবুল করেছেন।

(মুফতিয়ে আযম হিন্দ আওর উনকে খোলাফা, পৃ: ১৯)

ছয় মাস পর হযরত আবুল হোসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বেরেলী শরীফে তাশরীফ আনলেন। তখন শাহজাদায়ে আলা হযরতকে তাঁর কোলে দেওয়া হলো। তিনি নিজের মুখের লালা মুবারক শাহাদাত আঙুল দিয়ে নবজাতকের মুখে দিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করতে থাকলেন। ২৫শে জুমাদিউল আখির ১৩১০ হিজরীতে, মাত্র ছয় মাস তিন দিন বয়সে হযরত শাহ আবুল হোসাইন নূরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে (মুফতিয়ে আযম হিন্দকে) নিজের সিলসিলায় দাখিল করেন এবং এই অল্প বয়সেই নিজের পক্ষ থেকে সমস্ত সিলসিলার ইজাযত ও খিলাফত দান করে ইরশাদ করেন:

“এই শিশু বড় হয়ে দ্বীন ও মিল্লাতের বড় খেদমত করবে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি তাঁর থেকে অনেক বড় ফয়েয (উপকার) লাভ করবে। এই শিশু ওলী, সে ফয়েযের সমুদ্র। তাঁর নজর বা দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ লক্ষ বিভ্রান্ত মানুষ সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।” **(মুফতিয়ে আযম হিন্দ আউর উনকে খোলাফা, পৃ: ২৫। (তারিখ মাশায়েখে কাদেরীয়া, ২/৪৪৭ সংক্ষেপিত) (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ১৮৩ সংক্ষেপিত)**

হুযর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আসল এবং জন্মগত নাম হলো **“মুহাম্মদ”**। তাঁর সম্মানিত পিতা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ডাকনাম হিসেবে তাঁর নাম রেখেছিলেন **“মুস্তফা রযা”**। এই নামটি এতটাই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে, এখন সবাই তাঁকে এই নামেই চেনে।

(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ১০২ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

তাঁর ছদ্মনাম (তাখাল্লুস) ছিল **“নূরী”**। (কবিরা তাঁদের কবিতায় আসল নামের বদলে যে ছোট নাম ব্যবহার করেন, তাকে ছদ্মনাম বলে।)

www.dawateislami.net

مفتیِ اعظم رضا کا لاڈلا اور محب سیّدِ ابرار ہے

মুফতি আযম রযা কা লাডলা - আউর মুহিব সৈয়্যেদে আবরার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুফতিয়ে আযম হিন্দ এবং তাঁর সম্মানিত পিতা

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ছোট ছেলে হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অত্যন্ত আদর-যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। তাঁর জন্মের সময় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স মুবারক ছিল ৩৮ বছর। হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কাছ থেকে কম-বেশি ৩০ বছর ফয়েয লাভ করেছেন।

আমার প্রিয় প্রিয় দাদা মুর্শিদ, সায়্যিদে কুতুবে মদীনা যিয়াউদ্দিন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দারুল ইফতা-তে থাকতেন, তখন মাঝে মাঝে তাঁর ছোট শাহজাদা (মুফতিয়ে আযম হিন্দ) তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন। রযার দরবারে শাহজাদায়ে রযার উপস্থিত হওয়ার ধরনটি এত চমৎকার ছিল যে, যেই দেখতো উৎসর্গ হতে তার মন চায়তো, যেই দেখতো বলে উঠত নিঃসন্দেহে তিনি জন্মগত ওলীয়ে কামিল, অন্য কারো কাছ থেকে এই বয়সে এমন ধরন আশা করা যায় না। সেই সময় তাঁর বয়স চার বছরের কাছাকাছি ছিল। তিনি খুব ধীরে ধীরে আসতেন এবং রযার দরবারে হাঁটু গেঁড়ে অত্যন্ত আদবের সাথে বসে যেতেন, দুষ্টু বাচ্চাদের মতো কোনো হট্টগোল করতেন না এবং জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলতেন না। ইমামে আহলে সুন্নত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখন ছোট শাহজাদার জন্মের পর তাঁর ছাত্ররা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন:

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আপনার মুখে বরকত দান করুক, আমি তো দ্বীনের একজন সামান্য খাদেম এবং আমার আন্তরিক ইচ্ছা হলো আমার ছেলেও যেন দ্বীনের সেবা করাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৬৪)

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শৈশবকাল

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন হলো, তখন ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজে **'বিসমিল্লাহর'** প্রথার মাধ্যমে শুরু করেন, এরপর তিনি তাঁর বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামিদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বিশেষভাবে তাঁর শিক্ষা ও দেখাশোনার (তত্ত্বাবধানের) জন্য নিযুক্ত করলেন। যখন তাঁর 'বিসমিল্লাহ' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো, তখন তিনি সেই সময় নামায এবং ওযুর নিয়ম-কানুন শিখে ফেলেছিলেন। মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিন বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআনের নাজেরা (দেখে পড়া) শেষ করেন। তাঁর সম্পূর্ণ শিক্ষা দারুল উলূম মানজারে ইসলামে সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেরেলী শরীফে অবস্থিত মাদরাসা) সম্পন্ন হয়। তিনি শৈশব থেকেই আমল-অযিফা এবং পবিত্র কুরআন তিলওয়াতের পাবন্দ (নিয়মিত) ছিলেন। তাঁকে কখনো নামাযের জন্য বলার প্রয়োজন পড়েনি।

(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৬৫ সংক্ষেপিত)

প্রথম ফতোয়া

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৮ বছর বয়সে (নিয়মতান্ত্রিকভাবে দ্বীনি শিক্ষা থেকে) উত্তীর্ণ হন। তিনিও তাঁর সম্মানিত পিতার মতো প্রথম ফতোয়া "**রদ্বায়াত**" (শিশুদের দুধ পানের) মাসআলার উপর লিখেছিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর সঠিক হওয়ায় অনেক আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

www.dawateislami.net

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রথম ফতোওয়া দেখে তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই আনন্দ তাঁর শাহজাদা, হুজুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফতোওয়া দেখে তাঁরও হয়েছিল এবং তিনি নিজে তাঁর জন্য একটি "মোহর" (Stamp) তৈরি করে দিয়েছিলেন। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৬৫ সংক্ষেপিত)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ফতোওয়া সংক্রান্ত একটি চমৎকার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিজের হাতে লেখা ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার একটি খণ্ড বৈঠকখানায় রাখা থাকত। আলা হযরত সেখানে উপস্থিত আলেমদের লেখার জন্য কিছু ধর্মীয় মাসআলা দিয়ে দিতেন এবং ওই আলেমগণ সংশ্লিষ্ট বিধান দেখে উত্তর লিখে দিতেন। একদিন হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বঠকখানায় আসলেন। সেখানে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি ফতোওয়ায়ে রযবীয়া দেখছেন এবং নিচে একটি কাগজ রাখা আছে। তিনি (মুফতিয়ে আযম হিন্দ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি আরজ করলেন: একটি মাসআলা লিখতে হবে। মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (তাঁর সাথে যে সহজ ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল সেই কারণে) তাকে বললেন, এতে আর বিশেষত্ব বা কৃতিত্ব কী যে ফতোওয়া রযবীয়া থেকে দেখে দেখে বিধান লিখে দেওয়া, স্বয়ং ফিকহের কিতাব থেকে এর বিধান দেখে লিখুন। তিনিও ঠিক একই ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন: তাহলে নিন, আপনি নিজেই লিখুন। মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রশ্নটি নিয়ে নিলেন। এটি কোনো রদ্দায়াতের জটিল (অর্থাৎ কঠিন) মাসআলা ছিল। (হযরত নিজেই আমাকে এই মাসআলাটি জানিয়েছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তা মনে পড়ছে না।) হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে থাকা কিতাবগুলো দেখে এর বিধান লিখলেন,

www.dawateislami.net

সমর্থনে কিছু উদ্ধৃতি লিখলেন এবং তা লিখে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাতের লেখা চিনে ফেললেন, জিজ্ঞেস করলেন: এটি কে দিয়েছে? বহনকারী ব্যক্তি উত্তর দিলেন: ছোট মিয়াঁ দিয়েছেন। (ঘরে মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ছোট মিয়াঁ বলা হতো।) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে ডেকে পাঠালেন: মুফতিয়ে আযম উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, আলা হযরত অত্যন্ত আনন্দিত এবং তাঁর পবিত্র কপাল থেকে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি বললেন: এটির উপর স্বাক্ষর করো, স্বাক্ষর করানোর পর আলা হযরত "**আল-জাওয়াবু সহীহ**" (উত্তরটি সঠিক) বা এর মতো কোনো বাক্য লিখে নিজে স্বাক্ষর করলেন। এরপর পাঁচ টাকা পুরস্কার দিয়ে বললেন: তোমার (সিলমোহর) বানিয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে ফতোওয়া লেখা শুরু করো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বরকতময় হাত দিয়ে "মোহর"-এর একটি নকশা তৈরি করলেন এবং তাতে উপাধি ও উপনাম লিখে মোহর তৈরী কারীর নিকট পেশ করা হলো তখন মোহর হয়ে আসলো, এবং ডেকে তা প্রদান করলেন।

বিশেষ কথাটি হলো, আলা হযরত এই প্রথম ফতোওয়ায় একটি শব্দও কমাননি বা বাড়াননি। তিনি কোনো সংশোধনও করেননি। মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রথম ফতোওয়াটি এতটাই সঠিক ও নিখুঁত ছিল যে, তাতে কোনো খুঁত ধরার জায়গা ছিল না। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ২৫২)

শুরুটা যেখানে এত চমৎকার, শেষটা না জানি কেমন হবে!

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩২৮ থেকে ১৩৪০ হিজরি (১২ বছর) পর্যন্ত তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর তত্ত্বাবধানে ফতোওয়া লিখতে থাকেন। এরপর যখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

এর ইন্তেকাল হলো, তখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ফতোওয়া জারী করতে শুরু করেন। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৬৫, সংক্ষেপিত)

তাঁর ফতোওয়াগুলোর সংকলন ৭টি খণ্ডে রয়েছে। এটি "**ফাতাওয়া মুফতিয়ে আযম**" নামে পরিচিত। তাঁর কাছে আরব শরীফ, আফ্রিকা, মরিশাস, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অন্যান্য দেশ থেকে দ্বীনি মাসআলার চিঠি আসতো এবং তিনি নিজেই এই সব চিঠির উত্তর দিতেন।

عالم و مفتی، فقیہِ بے بدَل　　خوب خوش اَخلاق و با کردار ہے

আলিম ও মুফতি, ফকীহে বে বাদাল - খুব খুশ আখলাক ও বা কিরদার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাগজের আদব (সম্মান)

তাজেদারে আহলে সুন্নাত, শাহজাদায়ে আলা হযরত, সায়্যিদুনা ওয়া মাওলানা আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি **"হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ"** নামে পরিচিত) সাদা কাগজ এবং 'হুরুফে মুফরিদা' (অর্থাৎ আলাদা আলাদা করে লেখা অক্ষর যেমন: ت, ب, الف ইত্যাদি)-কেও সম্মান করতেন। কারণ, সেগুলো কুরআন ও হাদিস এবং শরীয়তের কথাবার্তা লেখার কাজে আসে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৯১ হিজরিতে দারুল উলুম রব্বানিয়া, বান্দা-র বার্ষিক জলসায় দস্তারবন্দীতে (পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠান) তাশরিফ নিয়ে যান। বাহন থেকে নেমে তিনি মাত্র কয়েক কদম হেঁটেছিলেন, এমন সময় উনার দৃষ্টি উর্দু লেখা কাগজের কিছু পুরনো টুকরোর ওপর পড়ে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ সেগুলো জমিন থেকে তুলে নেন এবং বললেন:

www.dawateislami.net

কাগজপত্র এবং আরবি হরফসমূহ (কারণ উর্দুর কিছু অক্ষর ছাড়া বাকি সব অক্ষরই আরবি) এগুলোর সম্মান করা উচিত। কেননা এগুলো দিয়েই মহান কুরআন, পবিত্র হাদিসসমূহ এবং তাফসীর ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে।

(মুফতিয়ে আযম কি ইস্তিকামাত ও কারামত, পৃ: ১২৪ সংক্ষেপিত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

হায়! মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও যেন পবিত্র কাগজপত্রের সম্মান করার সৌভাগ্য নসীব হয়। লেখা যেকোনো ভাষাতেই হোক না কেন, তার নিচে পা রাখবেন না। দরজার বাইরে এমন পাপোশ (DOORMATE) রাখবেন না যার ওপর (WELL COME) লেখা থাকে। যারা সৌভাগ্যবান মুসলমান, তারা লেখার সম্মান করে সংবাদপত্র ও পবিত্র কাগজ এবং বইয়ের মোটা খন্ড ইত্যাদি মাটিতে দেখলে তুলে নেন এবং সেগুলোকে সমুদ্র, নদী বা খালে ভাসিয়ে দেন, তারা প্রশংসার যোগ্য। আর মাটি থেকে পবিত্র কাগজ উত্তোলন কারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

পবিত্র কাগজ উঠিয়ে নেওয়ার ফযিলত

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীয়্যুল মুরতাযা শেরে-খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: যে ব্যক্তি মাটি থেকে এমন কোনো কাগজ তুলে নেয় যাতে আল্লাহ পাকের নামসমূহের মধ্য থেকে কোনো নাম থাকে, তবে আল্লাহ পাক ওই উত্তোলনকারীর নাম (রুহদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ স্থান) ইল্লিয়্যীন-এ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। এবং তার

www.dawateislami.net

পিতামাতার আযাব লাঘব (অর্থাৎ হালকা) করে দেবেন, যদিও তার পিতামাতা অমুসলিমই হোক না কেনো।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৪/৩০০, হাদিস: ৬৮৪৬ সংক্ষিপ্তরূপ)

اَلْحَمْدُلِلّٰه ! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী, মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সমস্ত সাহাবি এবং আহলে বাইতে আতহার عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে কেরামের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِمۡ ভালোবাসা এবং তাঁদের আদব ও শিক্ষা প্রচার করার একটি সংগঠন। দাওয়াতে ইসলামীর একটি শাখার নাম **"শো'বায়ে তাহাফফুযে আওরাকে মুকাদ্দাসা"** (পবিত্র কাগজপত্র সংরক্ষণ বিভাগ)। যার কাজ হলো গলি, মহল্লা এবং মসজিদ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরণের বাক্স ও ড্রাম রেখে পবিত্র কাগজসমূহ সংগ্রহ করা। এরপর মুফতি সাহেবদের দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী সেগুলোকে ঠান্ডা করা (সম্মানের সাথে পানিতে বিসর্জন দেওয়া বা মাটির নিচে দাফন করা)।

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ একজন কামিল পীর

হযরত মাওলানা মুফতি গোলাম মুহাম্মদ খান সাহেব (শায়খুল হাদিস জামেয়া আমজাদীয়া নাগপুর) ১৯৫৩ সালের আগে কারও মুরিদ ছিলেন না। তিনি যেকোনো একটি সিলসিলার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য খুব ব্যাকুল ছিলেন। একদিন তিনি হযরত আল্লামা মুফতি আব্দুর রশিদ সাহেব (জামেয়া আমজাদীয়া নাগপুরের প্রতিষ্ঠাতা)-কে জিজ্ঞেস করলেন: হুযুর! কার মুরিদ হওয়া উচিত? তখন হযরত বললেন: মৌলানা! এখন আর এমন লোক কোথায় আছে, যারা শরীয়ত ও তরিকত উভয় বিষয়েই কামিল (পরিপূর্ণ) হবেন, মুফতিয়ে আযম হিন্দ ছাড়া? (মুফতিয়ে আযম হিন্দ নম্বর, মাহেনামা ইস্তিকামাত, পৃ: ৫৫৮)

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চাচাজান মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন ১৩২৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বড় ভাই মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাদ্রাসায়ে মনযরে ইসলামের মুহতামিম (প্রধান) হন। তখন তিনি (মুফতি আযম হিন্দ) ফতোওয়া লিখতেন এবং শিক্ষকতা করতেন। তাঁকে কখনো কেউ উচ্চস্বরে হাসতে দেখেনি, প্রতিটি কাজ বা কোনো কিছু দেওয়া-নেওয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করতেন। হাদিসের বইয়ের উপর অন্য কোনো বই রাখতেন না। মিলাদ মাহফিল, নাত বা মানকাবাত মাহফিলে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকতেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন, উলামায়ে কেরামকে সর্বোচ্চ সম্মান করতেন। সাদাত কেরামদের (নবী বংশের মানুষদের) এমনভাবে সম্মান করতেন, যেমন কোনো সাধারণ প্রজারা তাদের রাজাকে সম্মান করে। দাড়ি রাখা এবং ইসলামী পোশাক পরিধানের জন্য মানুষকে তাগিদ দিতেন। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৬৫। তাযকিরা মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, পৃ: ৫৫৪)

মুফতিয়ে আযম হিন্দের পাগড়ী শরীফের প্রতি ভালোবাসা

হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বছর দারুল উলুম ফয়যুর রসূল বড়াও শরীফের বার্ষিক জলসা এবং পাগড়ী প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত হলেন, তখন "ফয়যুর রসূল"-এর শিক্ষকগণ হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট থেকে হাদিসের দরস গ্রহণ করে হাদিস বর্ণনার অনুমতি (ইজাযত) নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুমতিতে হাদিসের দরসের একটি নূরানী মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। দরসে হাদিসের এই মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য শর্ত হিসেবে পাগড়ী শরীফ

www.dawateislami.net

বাঁধা আবশ্যক করা হয়েছিল, তাই দারুল উলুমের সকল শিক্ষক হাদিসের দরসের এই মজলিসে পাগড়ী বেঁধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(মুফতিয়ে আযম আউর উনকে খোলাফা, ১/৪৪, সংক্ষেপিত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুন্নাতে রাসূল এবং পাগড়ী শরীফের প্রতি ভালোবাসা দেখলেন। তাঁর পাগড়ী শরীফের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা এই বিষয় থেকেও অনুমান করা যায় যে, তিনি যেসব ওলামা ও সম্মানিত মুফতিগণকে খেলাফত দান করেছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই তিনি নিজ হাতে পাগড়ী শরীফ বেঁধে দিয়েছিলেন। অনেককে জুব্বা, পাগড়ী এবং টুপিও দান করেছিলেন।

(তাযকিরা মাশায়েখে কাদেরীয়া রযবীয়া, পৃ: ৫০৯)

তাঁর নিজস্ব বরকতময় নিয়ম এটি ছিল যে, দীর্ঘ প্রশস্ত অধিকতর সাদা ও বাদামি রঙের পাগড়ী শরীফ বাঁধতেন। হযরত আল্লামা মুফতি আবদুল মান্নান আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাধারণ পাগড়ি বাঁধতেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র মাথায় পাগড়ীটি দেখতে এতটাই সুন্দর লাগতো যে, যারা দেখতো তারা বলতো পাগড়ীর গঠন যেন কেবল তাঁর পবিত্র মাথার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। **(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৩৪৩ সংক্ষেপিত)**

আমীরে আহলে সুন্নাতের মাথায় মুফতিয়ে আযম হিন্দের পাগড়ী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: দাওয়াতে ইসলামী গঠিত হওয়ার আগে, করাচির খারাদার এলাকায় অবস্থিত হযরত সায়্যিদুনা শাহ দুলহা বুখারী সবজওয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার শরীফ সংলগ্ন হায়দারী মসজিদে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

এর খলিফা, মদ্দাহুল হাবীব হযরত মাওলানা জামিলুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাহেবজাদা হযরত আল্লামা মাওলানা হামিদুর রহমান কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামতি করতেন। তাঁর ঘর মসজিদ থেকে প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটার দূরে ছিল, তাঁর নিকট হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় পাগড়ী শরীফ ছিল। ফজরের নামাযে তাঁর অনুপস্থিতির কারণে আমি ফজরের ইমামতি করার সুযোগ পেতাম। এর ফলে আমি হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দের বরকতময় পাগড়ী পেতাম। সেই পাগড়ী থেকে আমি অনেক বরকত লাভ করতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এক মহান ওলীর পবিত্র পাগড়ী বহুবার আমার হাত ও মাথায় লেগেছে। اِنْ شَآءَ الله! জাহান্নামের আগুন আমার হাত ও মাথা স্পর্শ করবে না, হাত ও মাথা বেঁচে গেলে اِنْ شَآءَ الله পুরো শরীরই নিরাপদ থাকবে। আমীরে আহলে সুন্নাত, মুফতিয়ে আযম হিন্দের দরবারে বিনয়ের সাথে আরজ করেন:

مفتیِ اعظم بڑی سرکار ہے　　جبکہ ادنیٰ سا گدا عطار ہے
اِن شاءَ اللہ مغفرت ہو جائیگی　　اے وَلی! تیری دعا درکار ہے

মুফতিয়ে আযম বড়ি সরকার হে, জাবকে আদনা সা গাদা আত্তার হে,
ইনশাআল্লাহ মাগফিরাত হো যায়েগী, এ ওলী! তেরি দোয়া দরকার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৮৯-৫৯০)

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিবাহ অনুষ্ঠান

তাঁর বিবাহ হয়েছিল তাঁর চাচা মুহাম্মদ রযা খাঁন সাহেবের পরিবারে। আল্লাহ পাক তাঁকে সাতটি সন্তানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, যাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং বাকি সবাই মেয়ে ছিল। তাঁর ছেলে আনোয়ার রযা অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। (জাহানে মুফতি আযম, পৃ: ৬৫ থেকে সংগৃহীত)

www.dawateislami.net

মুফতিয়ে আযম হিন্দ শাসকদের থেকে দূরে থাকতেন

মুফতিয়ে আযম হিন্দ, হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মকর্তাদের থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। যেমনটি রইসুল কলম হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখছেন: আর এটিও দ্বীনি আত্মমর্যাদার একটি অনন্য উদাহরণ যে, (সরকারে মুফতিয়ে আযমে হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবনে কখনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বাড়িতে যাননি। আর না কোনো বড় থেকে বড় শাসকের বাংলোতে তাকে দেখা গেছে,বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, বিভিন্ন দেশের কত রাষ্ট্রপ্রধান এবং সমসাময়িক কত সুলতান তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন, কিন্তু মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করে দেন যে, একজন দরবেশের সাথে বাদশাহ এবং শাসকদের কী কাজ? (মুফতিয়ে আযম কি ইস্তিকামাত ও কারামাত, পৃ: ১১০) যেন মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতার এই কাব্যের প্রতিচ্ছবি ছিলেন:

کروں مدحِ اہلِ دُوَل رضاؔ پڑے اِس بلا میں مِری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا مِرا دین پارۂ ناں نہیں

করুঁ মাদহে আহলে দুয়াল রযা পড়ে ইস বালা মে মেরী বালা
মে গদা হো আপনে কারীম কা, মেরা দ্বীন পারায়ে নাঁ নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১০৯)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কালামের এই চরণের অর্থ হলো, হে রযা! আমি কি দুনিয়ার ধনী, নবাব এবং শাসকদের প্রশংসা ও তোষামোদ করব? কখনোই নয়! এই বালা (বিপদ) অর্থাৎ ধনীদের তোষামোদ আমার জন্য একটি বড় বিপদ। আর আমি কেন এই বিপদের

www.dawateislami.net

মধ্যে পড়তে যাব। (অর্থাৎ আমার দ্বারা এমনটি হওয়া অসম্ভব!)। আমি তো কেবল আমার রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের একজন ভিখারী। আমার দ্বীন কেবল "রুটির টুকরো" নয় যে, ধন-সম্পদ যেদিকে আছে সেদিকে ছুটে যাবো।

পুরুষের জন্য সোনার আংটি হারাম

হযরত আল্লামা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখছেন: শাহজাদায়ে আলা হযরত, হুযুর মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক দৃশ্য সেটি হতো, যখন তিনি কোনো মুসলমানকে ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করতে দেখতেন, তখন 'اَمرٌ بِالمَعرُوف وَنَهيٌ عَنِ المُنكَر' (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা) এর দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তাঁর দরবারের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, কোনো বড় থেকে বড় নেতা (অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি) হোক বা বড় কোনো উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হোক, তিনি যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন এবং সেই সময় যদি তাঁর আঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি থাকত, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তা খোলার নির্দেশ দিতেন। আর অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে তাঁকে বোঝাতেন যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। তারপর মনের জয়ী রাজত্বের অধিকারী (অর্থাৎ মনের রাজ্যের শাসক) হৃদয় কেড়ে নেওয়া সুরে বলতেন: কোনো গুনাহ এক বা দুই মুহূর্তের কিংবা এক বা দুই ঘণ্টার জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু সোনার আংটি পরার গুনাহ এমন এক গুনাহ যা যতক্ষণ পরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অনবরত গুনাহ হতেই থাকবে। (মুফতিয়ে আযম কি ইস্তেকামাত ওয়া কারামত, পৃ: ১৪৬) (আংটি সম্পর্কিত

www.dawateislami.net

বিস্তারিত দ্বীনি মাসআলা জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের ৫৫০টি সুন্নাত ও আদব বইটি পড়ুন)।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহ! মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উসিলায় আমরাও যেন সৎকাজের দাওয়াত দেওয়া এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদানকারী হয়ে যাই। আপনি যদি কাউকে সৎকাজের দাওয়াত দেন, তবে প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব পাবেন। যেমনটা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বাধা দেয়, তার প্রতিদান কী? আল্লাহ পাক বললেন: আমি তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে এক এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখি এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা লাগে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ: ৪৮)

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নেক কাজের লোভী হয়ে যান, অন্যদের নামাযী বানানোর দায়িত্বকে আরও গতিশীল করুন। যখনই জামাআতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাবেন, অন্যদের উৎসাহিত করে সাথে নিয়ে যান। যারা নামায পড়তে জানে না, তাদের নামায শিখিয়ে দিন। আপনার কারণে যদি একজন ব্যক্তিও নামাযী হয়ে যায়, তবে সে যতদিন নামায পড়তে থাকবে, তার প্রতিটি নামাযের সাওয়াব আপনিও পেতে থাকবেন। দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনায় (বয়স্কদের) ভর্তি হোন। এতে নিজে কুরআনে কারীম শিখুন এবং অন্যদেরও শেখান। আপনার কাছ থেকে শেখা ব্যক্তি যখনই তিলাওয়াত করবে,

www.dawateislami.net

আপনিও তার তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবেন। আপনি নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করুন এবং অন্যদেরও আমল করতে উৎসাহিত করুন। আপনি যদি কাউকে একটি সুন্নাত শিখিয়ে দেন, তবে সে যখনই ওই সুন্নাতের উপর আমল করবে, আপনিও সেই আমলকারীর মতো সাওয়াব পেতে থাকবেন। এলাকা ভিত্তিক নেকীর দাওয়াত এবং সুন্নাতে ভরা কাফেলায় সফরের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের সংশোধনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে মুসলমানদেরকে "নেক বানানোর মেশিন" হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের স্তূপ লেগে যাবে এবং উভয় জাহানে তরী পার হয়ে যাবে। সৎকাজের দাওয়াত দেওয়ার কারণে আখিরাতে যে সাওয়াব মিলবে, কোনো বান্দা যদি তা দুনিয়াতেই দেখে নেয়, তবে সে তার কোনো মুহূর্তও বেকার যেতে দেবে না। প্রতিটি মুহূর্তে সৎকাজের দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকবে।

میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں　　تو کر ایسا جذبہ عطا یا الٰہی

ম্যা নেকী কি দাওয়াত কি ধূমে মাচাউঁ - তু কর আয়সা জযবা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুফতিয়ে আযমের পাঁচটি ঘটনা

(১) বয়ান বন্ধ করে তাওবা করালেন

বলা হয়: একবার কোন এক জলসায় শাহজাদায়ে আ'লা হযরত হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه স্টেজে বসা ছিলেন। এক অগ্নিঝরা বক্তা গুপ্ত পুলিশকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্যের উত্তেজনায় বলে দিল: যদি সরকারের কিরামান কাতেবীন উপস্থিত থাকো লিখে নাও, এটা শোনার সাথে সাথেই

www.dawateislami.net

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিলেন এবং তাওবা করার হুকুম দিলেন। এতে ওই বক্তা তাড়াতাড়ি বক্তব্য বন্ধ করে প্রকাশ্যে তাওবা করলেন। (কুফরীয়া কালিমাত কি বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃ: ৩০০) আল্লাহ পাকের রহমত মুফতি আযম হিন্দের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাধা দেওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, বক্তা সরকারি "গুপ্ত পুলিশ" কে مَعَاذَ الله কিরামান কাতেবীন অর্থাৎ বান্দার আমল লিখক সম্মানিত এবং নিষ্পাপ ফেরেশতাদের মতো বলে দিয়েছিল।

پیکرِ رُشد وہدایت مفتیِ اعظم کی ذات　　عاملِ قرآن وسنّت مفتیِ اعظم کی ذات

পায়করে রুশদো হিদায়ত মুফতিয়ে আযম কি জাত
আমিলে কুরআন ও সুন্নাত মুফতিয়ে আযম কি জাত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) কথা যদি মেনে নিত

হযরত মাওলানা হাফিযুর রহমান সাহেব মরহুমের বর্ণনা: একবার আমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক প্রিয়জনের সাথে মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হলাম। সাক্ষাতের পর হযরত মেহমানদারীর জন্য জোর করলে আমরা থেকে গেলাম। এরই মধ্যে শাহজাহানপুর থেকে কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত হলেন। তাঁরা হযরতের হাত চুম্বন করে বসে পড়লেন এবং এর পরপরই চলে যেতে লাগলেন। হযরত তাঁদের থামানোর জন্য বিশেষ মনোযোগ দিলেন, কিন্তু তাঁরা থামলেন না

এবং স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁরা সেখানে ট্রেন পেলেন না। এরপর তাঁরা বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা হলেন, কিন্তু সেখানেও কোন বাস পেলেন না। ম্যানেজার বাস স্ট্যান্ডে জানালেন যে, শাহজাহানপুরের জন্য এখন আর কোন বাস যাবে না, সকালে যাবে। তাঁরা হতাশ হয়ে হযরতের আস্তানায়ে আলিয়ার (অর্থাৎ পবিত্র ঘর) দিকে রওনা হলেন। হযরত তাঁদের যাওয়ার পর মাওলানা হাফিযুর রহমান সাহেব বললেন যে, এই সমস্ত ব্যক্তিরা কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবেন, তারা কোন বাস বা ট্রেন পাবে না। কিছুক্ষণ পর বেশ পেরেশানী মাথায় নিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে আবার হযরতের আস্তানায় ফিরে এলেন। তাদেরকে দেখে মাওলানা সাহেব হাসতে লাগলেন। হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দও মৃদু হাসলেন এবং সবাইকে সাথে নিয়ে বসে খাবার খেলেন। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৯১২ সহজপাঠ)

আল্লাহ পাকের রহমত মুফতিয়ে আযম হিন্দের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) খাদেমার কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শরিফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বয়ানের সারসংক্ষেপ হলো: আমি যখন মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে বেরেলী শরীফে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি দারুল ইফতার দায়িত্ব আমার উপর সোপর্দ করলেন। আমি দিনের বেলা মাসআলা-মাসায়িলের জবাব লিখতাম এবং এশার পর তাঁকে তা শোনাতাম, যেখানে সংশোধন করা

www.dawateislami.net

দরকার মনে হতো, তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এই মজলিস সাধারণত দুই-তিন ঘণ্টার হতো, কোন কোন সময় চার ঘণ্টাও হয়ে যেত। ওই দিনগুলোর মধ্যে একবার তীব্র শীত ছিল, রুমে হযরতের জন্য কয়লার চুলা ছিল। কিছুক্ষণ পর সেটি ঠান্ডা হতে লাগল। হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আরও কয়লা থাকলে চুলাটি গরম থাকত। আমি আরজ করলাম: ভেতরের খাদিমাকে ডেকে কয়লা চেয়ে নিই? তিনি বললেন: সারাদিন খেটে বেচারি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। থাক, ওকে ডাকতে হবে না।

(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৩২৮ সংক্ষেপিত)

আল্লাহ পাকের রহমত মুফতিয়ে আযম হিন্দের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংশোধন করে দিলেন

হযরত আল্লামা মাওলানা গোলাম আসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি বরকতের জন্য নামের শুরুতে "মুহাম্মদ" যোগ করি। এতে মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সতর্ক করেন। তিনি বললেন, এখানে ইসমে রিসালাত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) থাকা উচিত নয়। আমি সাথে সাথে আরজ করলাম, হুযুর! তাহলে "মুহাম্মদ আব্দুল হাই" নাম রাখার বিধান কী হবে? এর জবাবে হযরত বললেন: কোথায় আব্দুল হাই আর কোথায় গোলাম আসী, আল্লামা বললেন: এই জবাব শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং হযরতের দ্বীনি মাসায়িল সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতা আমার অন্তরে খুব ভালো করে গেঁথে গেল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কথায় এই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন যে, যেই নামের শুরুতে "মুহাম্মদ" শব্দ আনা হবে, যদি সেই নামের সাথে

www.dawateislami.net

"মুহাম্মদ" শব্দের ব্যবহার সঠিক হয়, তবে সেখানে "মুহাম্মদ" আনা সঠিক হবে (যেমন: মুহাম্মদ সাদেক)। আর যদি নামের সাথে "মুহাম্মদ" শব্দের ব্যবহার সঠিক না হয়, তবে শুরুতে "মুহাম্মদ" আনা সঠিক হবে না (যেমন: মুহাম্মদ গোলাম হোসাইন)। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন আব্দুল হাই, তাই মুহাম্মদ আব্দুল হাই বলা সঠিক। 'হাই' আল্লাহ পাকের নাম এবং এর অর্থ হলো "জীবন্ত"। 'আব্দুল হাই' এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের বান্দা। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দা। কিন্তু গোলাম আসী নন, তাই "মুহাম্মদ গোলাম আসী" বলা অনুচিত।

(জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৪৫১)

আল্লাহ পাকের রহমত মুফতি আযমের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

نامِ محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے دونوں جہاں سرکار کا مجھ کو صدقہ لگتا ہے

নামে মুহাম্মদ কিতনা মিঠা মিঠা লাগতা হে
দোনো জাহা সরকার কা মুঝ কো সদকা লাগতা হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তথ্যমূলক ফতোওয়া

প্রশ্ন: আব্দুল কাদির, আব্দুল কদীর, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি নামযুক্ত ব্যক্তিদের কাদির, কদীর এবং রাজ্জাক বলে ডাকা কেমন?

উত্তর: শাহজাদায়ে আলা হযরত হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই ধরণের নাম থেকে "আব্দ" শব্দটিকে আলাদা করে দেওয়া খুবই খারাপ এবং কখনও কখনও এটি

নাজায়িয ও গুনাহের কাজ হয়। কখনও কখনও এটি কুফরের কাছাকাছিও পৌঁছে যায়। কোনো ব্যক্তিকে "কাদির" বলা জায়িয। এই ক্ষেত্রে আব্দুল কাদিরকে "কাদির" বলে ডাকা খারাপ কিন্তু "কদীর" আল্লাহ পাকের নাম ছাড়া অন্য কাউকে বলা জায়িয নেই, যেমনটি বায়যাবীতে রয়েছে। এবং যদি কারও নাম আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুর রহমান, আব্দুল কাইয়ুম হয়, তবে তাকে কুদ্দুস, রহমান, কাইয়ুম বলে ডাকা ঠিক তেমনই যেমন কারও নাম আব্দুল্লাহ হলে তাকে "আল্লাহ" বলা। এটি বলা খুবই ভয়াবহ কথা। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰه যার নাম আব্দুল কাদির, তাকে আব্দুল কাদির-ই বলা উচিত।যার নাম আব্দুল কদীর তাকে আব্দুল কদীর-ই বলা জরুরি। আব্দুল কুদ্দুস-কে আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুর রহমান-কে আবদুর রহমান, আবদুল কাইয়ুম-কে আবদুল কাইয়ুম এবং আবদুল্লাহ-কে আবদুল্লাহ বলাই ফরজ। এখানে 'আবদ' শব্দটিকে বাদ দেওয়া অত্যন্ত গুরুতর হারাম ও কুফরি কাজ হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰه

(ফাতোওয়ায়ে মুস্তফাভিয়া, পৃ: ৮৯,৯০ সংক্ষেপিত)

(৫) অতিরঞ্জন থেকে সতর্কতা

হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পবিত্র মুখ থেকে সব সময় পরিমাপিত ও সঠিক কথাই বের হতো। তিনি যখনই কারও ইন্তেকালের খবর শুনতেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে মাগফিরাতের দোয়ার জন্য হাত তুলে নিতেন। তাঁর খিদমতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে অনেক চিঠি পেশ করা হতো। অতিরঞ্জন এড়িয়ে চলার বিষয়ে তাঁর একটি চমৎকার ঘটনা পড়ুন: একবার কারও শোকবার্তার চিঠির জবাব লিখতে হচ্ছিলো। শাহজাদায়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (মুফতিয়ে আযম হিন্দ) মুফতি

www.dawateislami.net

মুজিবুল ইসলাম সাহেবকে বললেন, আপনি জবাব লিখে দিন, আমি স্বাক্ষর করে দেব। তাই মুফতি সাহেব জবাবে লিখলেন, আপনার চিঠির মাধ্যমে সাহেবজাদার ইন্তেকালের খবর পড়ে অনেক আফসোস হলো। হুযুর এই জবাব শোনার পরপরই বললেন, অনেক আফসোস তো হয়নি, হ্যাঁ, আফসোস হয়েছে। **(জাহান মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৩১৯)**

আল্লাহ পাকের রহমত মুফতিয়ে আযম হিন্দের উপর রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! ইনি ছিলেন আল্লাহর ওলী এবং রাসূলের সত্যিকার আশিক। কথা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে তিনি অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আধ্যাত্মিক আলো ও সান্নিধ্য থেকে কথা বলা ও লেখার ক্ষেত্রে এই সতর্কতা ও আদব অর্জন করেছিলেন। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও অত্যন্ত সতর্ক শব্দ ব্যবহার করতেন। আমাদেরও সতর্ক শব্দ বলার অভ্যাস করা উচিত। যেমন কারো বাবার মৃত্যুর পর এই ধরণের কথা বলা যে, আপনার বাবার মৃত্যুর খবরে খুব বড় ধাক্কা লেগেছে, অনেক কষ্ট লেগেছে, আমি খুব মন খারাপ করেছি, আমার ভীষণ আফসোস হচ্ছে, এই সব কথাগুলোও ভেবে দেখার মতো, কারণ যদি মনের অবস্থা আসলেই তেমন না হয়, আর কেউ ইচ্ছা করে এই ধরণের কথা বলে ফেলে, তবে সে মিথ্যা বলল এবং গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের যোগ্য হলো।

www.dawateislami.net

ہُوں گناہوں کے مَرَض سے نیم جاں　　دردِ عصیاں کی دوا درکار ہے
خوب خدمت سنّتوں کی میں کروں　　سیِّدی تیری دعا درکار ہے

হুঁ গুনাহো কে মারাজ সে নিম জাঁ - দরদে ইসইয়াঁ কি দাওয়া সে নিম যা
খুব খিদমত সুন্নাতোঁ কি ম্যা করুঁ - সায়্যিদি তেরী দোয়া দরকার হে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৮৯-৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তিনটি হজ্ব

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনবার হজ্ব করার এবং মদীনা শরীফ যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শেষবার উপস্থিত হওয়ার সময় তিনি মক্কায়ে পাকে হারামাইনের সেসব ওলামাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন, যারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সময়ে হারামাইনে তায়্যিবাইনে সাক্ষাতের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। (জাহানে মুফতিয়ে আযম, পৃ: ৯৯৪, ৯৯৫ সংক্ষেপিত)

তিনি তাঁর একটি কালামে লিখেছন:

خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری　　مدینے کی گلیاں بُہارا کروں میں

খোদা খাইর সে লায়ে ওহ দিন ভি নূরি - মদীনে কি গলিয়াঁ বুহারা করুঁ ম্যা

(সামানে বখশিশ, পৃ: ১৫৩)

মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতিয়া শায়েরী (নাত কবিতা)

শাহজাদায়ে আলা হযরত, মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরাধিকার সূত্রে নাতিয়া শায়েরী বা নাত রচনার এক চমৎকার অংশ পেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর অনেকগুলো নাত এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর প্রশংসায় মানকাবাত লিখেছেন। তাঁর কালামে (কবিতায়) শরীয়ত এবং বিষয় ভিত্তিকের কোনো ত্রুটি নেই। তিনি নিজেই তাঁর একটি রুবাইতে (চার লাইনের কবিতা) বলেছেন:

گلہائے ثنا سے مہکتے ہوئے ہار　　سقمِ شرعی سے ہیں مُنَزَّہ اَشعار
دشمن کی نظر میں یہ نہ کھٹکیں کیونکر　　ہیں پھول مگر ہیں چشمِ اَعدا میں خار

গুলহায়ে সানা সে মেহেকতি হুয়ি হার - সাকামে শরয়ী সে হে মুনাযযাহ আশয়ার
দুশমন কি নজর মে ইয়ে না কাঠকেঁ কিউঁকার - হেঁ ফুল মাগার হেঁ চশমে আদা মে খার

(সামানে বখশিশ, পৃ: ২৩২)

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখা নাতের বইয়ের নাম "সামানে বখশিশ"। এটি পড়া, শোনা এবং বোঝার মতো একটি বই। মাকতাবাতুল মদীনাও এটিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ছাপিয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট থেকে এই সংকলনটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করেও পড়তে পারবেন।

ওফাত শরীফ (মৃত্যু)

হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সবসময় মসজিদে নামায আদায় করতেন। কিন্তু ওফাত শরীফের একদিন আগে, প্রথম বুধবার যোহর এবং আসরের নামাযের জন্য যখন তিনি মসজিদে পৌঁছাতে পারলেন না, তখন মানুষের মনে এই আশঙ্কায় ধড়ফড় শুরু হলো যে, তাঁর শারীরিক অবস্থা হয়তো বেশি খারাপ হয়ে গেছে। শেষ রাতে তিনি এশার নামায বিছানাতেই আদায় করলেন। এরপর সবাই পর্দা টেনে দিলেন এবং তিনি নীরবে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন, যাতে তাঁর নিয়মিত আমলগুলো সম্পন্ন করতে পারেন। বৃহস্পতিবার রাত যখন অর্ধেক কেটে গেল, তখন তিনি চোখ

খুললেন। বড় ধৈর্যের সাথে বিষণ্ন মুখগুলোর দিকে তাকালেন এবং অসিয়ত করে বললেন: **সুন্নাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রতিটি পরিস্থিতিতে আমল করাই হলো মুক্তি ও সফলতার পথ।** তারপর কিছু সময় পর আবার বললেন: প্রতিটি কঠিন (অর্থাৎ মুসিবতের) সময়ে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়তে থাকবে। এই দুটি অসিয়তের পর সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করলেন। এরপর আয়াতুল কুরসি পড়লেন এবং কালেমায়ে তায়্যিবা পাঠ করতে করতে ইন্তেকাল করলেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। (তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, পৃ: ৫৭১)

১৪ মুহররম শরীফ ১৪০২ হিজরি মোতাবেক ১২ নভেম্বর ১৯৮১ সালে ইন্তেকালের সময় ঘড়িতে একটা বেজে ৪০ মিনিট ছিল। ইন্তেকালের সময় বিছানায় মুহাম্মদের আকৃতিতে শুয়ে ছিলেন।

(তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া রযবীয়া, পৃ: ৫৭১,৫৭২ থেকে সংগৃহীত)

গোসল, জানাযার নামায এবং দাফন

জুমার দিন ১৪ মুহররম শরীফ ১৪০২ হিজরি, ১৩ নভেম্বর ১৯৮১ সাল, সকাল ৮টায় গোসল দেওয়া হলো। সরকারে কালা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুখতার আশরাফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এই জানাযা ভারতের বেরেলী শরীফের ইসলামিয়া ইন্টার কলেজে হয়। এতে লাখ লাখ মুসলমান অংশ নেন। এরপর তাঁকে তাঁর পিতা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাম পাশে দাফন করা হয়। (মুফতিয়ে আযম হিন্দ আউর উনকে খোলাফা, পৃ: ১০২)

আল্লাহ পাকের রহমত মুফতিয়ে আযম হিন্দ এর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাতের ৪ জন আলিমের মন্তব্য নিচে দেওয়া হলো

(১) হুযুর হাফিযে মিল্লাত আল্লামা হাফিয আব্দুল আজিজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সাধারণত মানুষ নিজের শহরে বেশি সম্মান ও জনপ্রিয়তা পায় না। কিন্তু হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের শহরে যে সম্মান ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, তার কোন তুলনা কোথাও নেই।

(মুফতিয়ে আযম হিন্দ নম্বর, মাহে নামা ইস্তিকামাত, পৃ: ৫৫৯)

(২) হুযুর মুজাহিদে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রযবী ওড়িসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই যুগে তাঁর (অর্থাৎ হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর) ব্যক্তিত্ব হলো ফকীদুল মিসাল (অর্থাৎ অতুলনীয়)। বিশেষ করে ফতোওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে, এমনকি দৈনন্দিন কথাবার্তাতেও তিনি যেই পরিমাণ সতর্ক, পরিমাপিত (অর্থাৎ উপযুক্ত) শব্দ এবং বিধি-নিষেধ ব্যবহার করেন, তা থেকে জ্ঞানীরা অনন্য আনন্দ লাভ করেন। **(মুফতিয়ে আযম হিন্দ নম্বর, মাহনামা ইস্তেকামাত, পৃ: ৫৫৯)**

(৩) যমানার গাজ্জালী হযরত আল্লামা সাঈদ আহমদ কাযেমী শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সায়্যিদি মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শান বা মর্যাদা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি আহলে সুন্নাতের ইমাম, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কলিজার টুকরা ও সঠিক উত্তরাধিকারী হওয়ার পাশাপাশি "الولد سرٌّ لابيه" (অর্থাৎ সন্তান বাবার গোপন রহস্য বা প্রতিচ্ছবি হয়) এর সত্য প্রতিধ্বনি। **(তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া, পৃ: ৫৫১)**

(৪) খলিফায়ে আলা হযরত, সায়্যিদি কুতুবে মদীনা হযরত শাহ যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুফতিয়ে আযম হিন্দ হলেন মুফতিয়ে আযম, আলা হযরত। তিনি সিদ্দিকিয়্যতের (সত্যবাদীতার সর্বোচ্চ) মর্তবায় অধিষ্ঠিত। **(তারিখে মাশায়িখে কাদেরীয়া, পৃ: ৫৫২)**

www.dawateislami.net

(৫) দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহলে সুন্নাতের মুকুটমণি, শাহজাদায়ে আলা হযরত, হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন নূরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দারুল উলুম মনযরে ইসলাম বেরেলী শরীফের একজন মহান আলেম, বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী, মুফতিয়ে ইসলাম, মহান ধর্মতত্ত্ববিদ, বিভিন্ন কিতাবের লেখক, ইসলামের কবি এবং একজন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। অন্য এক স্থানে তিনি বলেন: হুযুর মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরসূরী ছিলেন এবং তিনি একজন আল্লাহর ওলী ও আশিকে রাসূলের পুত্র আশিকে রাসূল ছিলেন। (মাদানী মুযাকারা, ১২ মুহররম শরীফ ১৪৪০ হিজরি, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮) (মাদানী মুযাকারা ২০ রমযানুল মুবারক (আসরের নামাযের পর) ১৪৪১ হিজরি, ১৪ মে ২০২০)

আমীরে আহলে সুন্নাত মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শানে একটি মানকাবাত (প্রশংসামূলক কবিতা) লিখেছেন, যা তাঁর নাতিয়া কিতাব "ওয়াসায়িলে বখশিশ"-এ দেখা যেতে পারে। সেই মানকাবাতের শেষ চরণে তিনি বিনম্রতার সাথে লিখেছেন:

کاش! نوریکے سگوں میں ہو شمار　　یہ تمنائے دلِ عطارؔ ہے

কাশ! নূরী কে সগোঁ মেঁ হো শুমার - ইয়ে তামান্নায়ে দিল-এ-আত্তার হ্যায়

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৫৯০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
দরুদে পাকের ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চিন্তাধারা ১
কারো মন যেন না ভাঙ্গে (ঘটনা) ৩
মুসলমান ভাইকে সাহায্য করার ফযিলত ৪
জন্মগত ওলী ৫
মুফতিয়ে আযম হিন্দ এবং তাঁর সম্মানিত পিতা ৭
মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শৈশবকাল ৮
প্রথম ফতোয়া ৮
শুরুটা যেখানে এত চমৎকার, শেষটা না জানি কেমন হবে! ১০
কাগজের আদব (সম্মান) ১১
পবিত্র কাগজ উঠিয়ে নেওয়ার ফযিলত ১২
মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন কামিল পীর ১৩
মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ১৪
মুফতিয়ে আযম হিন্দের পাগড়ী শরীফের প্রতি ভালোবাসা ১৪
আমীরে আহলে সুন্নাতের মাথায় মুফতিয়ে আযম হিন্দের পাগড়ী ১৫
মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিবাহ অনুষ্ঠান ১৬
মুফতিয়ে আযম হিন্দ শাসকদের থেকে দূরে থাকতেন ১৭
পুরুষের জন্য সোনার আংটি হারাম ১৮
মুফতিয়ে আযমের পাঁচটি ঘটনা ২০
(১) বয়ান বন্ধ করে তাওবা করালেন ২০
(২) কথা যদি মেনে নিত ২১
(৩) খাদেমার কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা ২২
(৪) মুফতিয়ে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সংশোধন করে দিলেন ২৩
তথ্যমূলক ফতোওয়া ২৪
(৫) অতিরঞ্জন থেকে সতর্কতা ২৫
তিনটি হজ্ব ২৭
মুফতিয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতিয়া শায়েরী (নাত কবিতা) ২৭
ওফাত শরীফ (মৃত্যু) ২৮
গোসল, জানাযার নামায এবং দাফন ২৯
আহলে সুন্নাতের ৪ জন আলিমের মন্তব্য নিচে দেওয়া হলো ৩০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net